৩য় মত

দোয়েল ট্যাবলেট পিসি ও আমাদের প্রত্যাশা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম একটি হলো দেশের জনগণের হাতে সাশ্রয়ী মূল্যের ল্যাপটপ দেয়া। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা তথা টেশিস বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ টিমের তত্ত্বাবধানে ২০১১ সালে স্বল্পমূল্যের তিনটি মডেলের ল্যাপটপ বাজারে আনে, যার ব্র্যান্ড নেম দোয়েল। বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই, যদিও দোয়েল ল্যাপটপ বাজারে ছাড়ার সাথে সাথে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গুণগত মান দুর্বল হওয়ার কারণে। দোয়েল ল্যাপটপের নানা ত্রুটির মধ্যে অন্যতম একটি ছিল অনেক বেশি গরম হয়ে যাওয়া। ল্যাপটপগুলো সাধারণত ছোট ও পাতলা আকারের ডিজাইন হওয়ার কারণেই এটি অপেক্ষাকৃত বেশি গরম হয়। এমনটি প্রায় সব ব্র্যান্ডেই হয়ে থাকে।

দোয়েল ল্যাপটপ যাত্রার শুরুতে যে হোঁচট খেয়েছে তার সমালোচনা হতেই পারে এবং হয়তো হয়েছে প্রচুর। এসব সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে টেশিস নতুন উদ্যোগে তাদের কার্যক্রমশুরু করতে যাচ্ছে দেখে ভালোই লাগল। কেননা বিশ্বের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ জাপান যখন প্রথম বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাত করত তখন অনেক দেশ বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব সেসব পণ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করত। জাপান কিন্তু সব ধরনের সমালোচনা ও ব্যঙ্গকে শুধু ইতিবাচকভাবে নেয়নি বরং বলা যেতে পারে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নতুন উদ্যোগে আরও গুণগত মানের পণ্য নিয়ে এসে সমালোচকদের মুখে চুনকালি লেপন করে এখন এক নম্বর শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে চীনও সব ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন উদ্যোগে, নতুন উদ্যমে। এর ফলে চীন এখন বিশ্ব দরবারে নিজেদের পণ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে মাথা উঁচু করে।

আমরা চাই টেশিস সব ধরনের সমালোচনা, ব্যর্থতা, গ্লানি ভুলে গিয়ে স্বল্পমূল্যের দোয়েলের তিনটি মডেলের ল্যাপটপের পাশাপাশি দোয়েল ট্যাবলেট পিসি বাজারে নিয়ে আসবে। সেই সাথে আশা করব টেশিস অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই ট্যাবলেট পিসিগুলো বাজারে ছাড়বে অতি শিগগির। এক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা মানেই হচ্ছে অন্যান্য দেশ থেকে যেমন পিছিয়ে পড়া, তেমনি কিছুটা হলেও দেশীয় বাজার হাতছাড়া করা। পরিশেষে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার সাফল্য কামনা করছি।

অনিন্দিতা
মিরপুর, ঢাকা

অভিমত

এপ্রিল ২০১২ সংখ্যায় 'কমপিউটার জগৎ'-এর পাঠক চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয়। তাতে উৎসাহিত হয়েই একজন ক্ষুদ্র পাঠক হিসেবে কিছু মতামত তুলে ধরছি। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এর সঠিক মূল্যায়ন করবে। 'কমপিউটার জগৎ' গত দুই দশকে যে গঠনমূলক বা জনমনে যে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করে আসছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই 'কমপিউটার জগৎ'-এর সব কলাকুশলীকে এবং একজন ক্ষুদ্র পাঠক হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর মরহুম আবদুল কাদেরের কাছে এবং সেই সাথে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি কমপিউটার জগৎ-এর প্রত্যেকটি বিভাগ ভালো করে পড়ার চেষ্টা করি। যেদিন থেকে 'কমপিউটার জগৎ' পড়ছি, সেদিন থেকে '৩য় মত' বিভাগটির মূল্য বুঝতে পারছি। অন্যান্য বিভাগের মতো এই বিভাগটিও অনেক গুরুত্ব বহন করে। অনেক সম্মানিত পাঠকের মূল্যবান মতামত এখানে ছাপা হচ্ছে। বেশিরভাগ মতামতেই সাধারণ মানুষের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ও চাহিদার বার্তা বহন করে। তবে কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ কেনো এই বিভাগটিকে অনেকটা মূল্যহীন শিরোনামে '৩য় মত' নামে প্রকাশ করছে তা বোধগম্য নয়। একে 'পাঠকের মত' বা অন্য একটি অর্থপূর্ণ শিরোনামে প্রকাশ করাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

'কমপিউটার জগৎ' তার প্রতিটি সংখ্যায় প্রযুক্তিগত আপডেট আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, কিন্তু পেছনের দিকে তাকালে কমপিউটার সৃষ্টির পুরো তথ্য কি আমরা জানি? আমরা অনেকেই হয়তো জানি না কমপিউটারের প্রথম প্রোগ্রামারের নাম কি? প্রথম প্রোগ্রাম কোনটি? প্রথম নেটওয়ার্ক কোনটি? কবে থেকে সৃষ্টি হলো ইন্টারনেট? কমপিউটারের জনকের নাম জানলেও আধুনিক কমপিউটারের জনকের নাম নিয়ে এখনও দ্বিধান্বিত হতে হয়। অন্তত পক্ষে এক পাতার মধ্যে হলেও সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক সঠিক ধারণার কমপিউটার সৃষ্টির বা প্রযুক্তির ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিকভাবে একটি বিভাগ প্রচারে 'কমপিউটার জগৎ' কি সমর্থ?

এ পর্যন্ত অনেক প্রতিযোগিতায় 'কমপিউটার জগৎ' স্পন্সর বা সৌজন্য হয়ে এসেছে, কিন্তু 'কমপিউটার জগৎ' কি নিজ উদ্যোগে তার পাঠকদের নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারে না? 'কমপিউটার জগৎ' ম্যাগাজিনে প্রচারিত কুইজ বিভাগটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। 'কমপিউটার জগৎ'-এ প্রকাশিত প্রতিটি লেখাই সমান গুরুত্ব বহন করে, তবুও প্রতিবছর অন্তর বা কমপিউটার জগৎ-এর প্রতি বর্ষপূর্তিতে কর্তৃপক্ষ সেই বছরের সেরা লেখক, সেরা টিপদাতা, সেরা মত, সেরা বিভাগ ইত্যাদি নির্বাচিত করে কিছুটা পুরস্কৃত করতে কি পারে না?

শুভ
রামপুরা, ঢাকা

বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমি গত ১০-১২ বছর ধরে কমপিউটার জগৎ পড়ে আসছি। কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত কোনো কোনো প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের মূল বিষয়গুলো সম্পূর্ণ মনে না থাকলেও কিছু কিছু বিষয় এখনো মনে দাগ কেটে আছে। আর বিষয়টি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আমার কাছে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত কোনো কোনো প্রচ্ছদ প্রতিবেদন অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত মনে হয়েছিল। যেমন কমপিউটার জগৎ-এর উল্লিখিত দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ছিল বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই।

'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই' শীর্ষক শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর ২০০৩ সালে। সে সময় দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইটের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরা হয়। অনেকেই কমপিউটার জগৎ-এর এ দাবিকে কটাক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে কার্পণ্য করেনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও ছিলাম সেসব না বোঝা বা অবুঝ লোকদের মধ্যে একজন।

সুখের কথা, দেরিতে হলেও প্রায় ৯ বছর পর সরকার এ দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইটের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এ জন্য আমরা বর্তমান সরকারকে মোবারকবাদ জানাই। সেই সাথে এই তাগিদটুকু দিয়ে রাখতে চাই, এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীরগতির কোনো অবকাশ নেই।

বর্তমানে দেশের সব স্যাটেলাইট টেলিভিশন, টেলিফোন, রেডিও বিদেশি স্যাটেলাইট ভাড়ায় ব্যবহার করছে। এ জন্য প্রতিবছর ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে ১ কোটি ১০ লাখ ডলার পরিশোধ করতে হয়। নিজস্ব স্যাটেলাইট চালু হলে বাংলাদেশ শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই সাশ্রয় করবে না, সেই সাথে অব্যবহৃত থাকা অংশে নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের মতো দেশে ভাড়া দিয়ে বাড়তি অর্থ আয়ও করতে পারবে। কমপিউটার জগৎ যখন এ বিষয় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সে সময় সরকার যদি উদ্যোগী হতো তাহলে এতদিনে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারতাম। তাই এখন আর দেরি না করে সরকারকে তৎপর থাকতে হবে নিজস্ব স্যাটেলাইট অর্জনের ব্যাপারে।

আবুল বাশার
ময়নামতি, কুমিল্লা

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।